



## 22650 - তলোওয়াতরে সজিদার পদ্ধতি ও এর জন্য পবিত্রতা

### প্রশ্ন

তলোওয়াতরে সজিদার জন্য কি পবিত্রতা শর্ত? সজিদা দয়া ও উঠার সময় কিতাবীর দবি; চাই সটো নামায়রে ভতেরে হোক কিংবা বাইরে? সজিদার মধ্য কী বলবে? সজিদাতে পঠিতব্য য়ে দয়োগুলো উদ্ধৃত হয়ছে এ় মধ্য কিকোন সহি দয়ো আছ? নামায়রে বাইরে হলে এই সজিদা থেকে সালাম ফরিনোর কি বধিন রয়ছে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আলমেদরে দুটো অভিমতরে মধ্য সঠিকি মতানুযায়ী তলোওয়াতরে সজিদার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়, এ় থেকে সালাম ফরিনো নই এবং সজিদা থেকে উঠার সময় তাকবীর নই।

সজিদাতে যাওয়ার সময় তাকবীর দয়োর বধিন রয়ছে। য়েতে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদসি়ে এই মর্মে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ছে।

তবে নামায়রে মধ্য তলোওয়াতরে সজিদা দয়োকালে সজিদা দয়া ও সজিদা থেকে ওঠার সময় তাকবীর দয়া আবশ্যিক। য়েতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায়রে মধ্য প্রত্যকে ওঠানামার সময় তা করতনে। এবং য়েতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহি সূত্রে সাব্যস্ত হয়ছে য়ে, তিনি বলছেন: “তোমরা আমাকে য়েভাবে নামায় পড়তে দেখে স্যেভাবে নামায় পড়।” [সহি বুখারী (৫৯৫)]

নামায়রে সজিদাতে য়ে য়ে দয়ো পড়া শরিয়তসম্মত তলোওয়াতরে সজিদাতেও সয়ে দয়ো পড়া শরিয়তসম্মত— এ সংক্রান্ত হাদসি়গুলোর নরিদশেনার সার্বকিতার কারণে। এ ধরণে দয়োর মধ্য রয়ছে:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ، وَقُوَّتِهِ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই সজিদা করছি, আপনার ওপরই ঈমান এনছি, আপনার কাছই নিজেকে সঁপে দিছি। আমার মুখমণ্ডল সজিদায় অবনত সইে মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করছেন এবং আকৃতি দিছেন, আর তার কান ও চোখ বদিরণ করছেন। সর্বোত্তম সৃষ্টি আল্লাহ সুমহান।) ইমাম মুসলিম তাঁর সহি হাদসি়ে সংকলনে (১২৯০)



আলী (রাঃ) এর সূত্রে এ যকিরিটি উদ্ধৃত করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযেরে সজিদাতে এই যকিরিটি বলতেন।

ইতপূর্ববে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নামাযেরে সজিদাতে যা যা বলা শরয়িতসম্মত তলোওয়াতেরে সজিদাতেও তা তা বলা শরয়িতসম্মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তলোওয়াতেরে সজিদাতে বলতেন:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ نُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

(অর্থ: হে আল্লাহ! এই সজিদার বদৌলতে আপনার নিকট আমার জন্য একটি প্রতদিন লখুন এবং এর দ্বারা আমার একটি গুনাহ মুছে দনি, এটাকে আমার জন্য আপনার কাছে সঞ্চার্য হিসেবে জমা রাখুন। আর আমার পক্ষ থেকে এই সজিদাকে কবুল করে ননি; যতোবে আপনার বান্দা দাউদ আলাইহিসি সালাম-এর থেকে কবুল করছেন।)[সুনানে তরিমযি (৫২৮)]

এক্ষতেরে ওয়াজবি হলো নামাযেরে সজিদার মত: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** (আমার সুউচ্চ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলা। এর বশে যা কিছু পড়া হয় সটে মুস্তাহাব।

নামাযেরে ভতেরে কথিবা নামাযেরে বাইরতে তলোওয়াতেরে সজিদা দয়ো সুননত; ওয়াজবি নয়। যহেতে যায়দে বনি ছাবতে (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদসি এবং উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হাদসি এই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহই তাওফকি দয়ের মালকি।